ঊনবিংশতি অধ্যায়

রাজা যযাতির মুক্তিলাভ

এই ঊনবিংশতি অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে মহারাজ যযাতি ছাগ এবং ছাগীর রূপকাত্মক কাহিনী বর্ণনা করার পর মুক্তিলাভ করেছিলেন।

এই জড় জগতে বহু বছর স্ত্রীসঙ্গসুখ উপভোগ করার পর, মহারাজ যযাতি অবশেষে এই প্রকার জড় বিষয়ভোগের প্রতি বিরক্ত হন। জড় সুখভোগের অনিত্যতা উপলব্ধি করে, তিনি তাঁর নিজের জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে এক ছাগ এবং ছাগীর কাহিনী তাঁর প্রেয়সী দেবযানীর কাছে বর্ণনা করেন। এই কাহিনীটি এই প্রকার—একসময় একটি ছাগ বনের মধ্যে আহার্যের অন্বেষণ করতে করতে দৈবক্রমে একটি কূপের মধ্যে একটি ছাগীকে দর্শন করে। সেই ছাগীটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সে তাকে সেই কূপ থেকে উদ্ধার করে এবং তারা পরস্পর মিলিত হয়। একদিন সেই ছাগীটি যখন দেখে যে, ছাগটি অন্য একটি ছাগীর সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করছে, তখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে ছাগটিকে পরিত্যাগ করে, তার পালনকর্তা এক ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে তার পতির আচরণের কথা বর্ণনা করে। ব্রাহ্মণ তখন ক্রুদ্ধ হয়ে ছাগটিকে তার মৈথুনসামর্থ্য হারাবার অভিশাপ দেন। তখন ছাগটি ব্রাহ্মণের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলে ব্রাহ্মণটি তার মৈথুনসামর্থ্য ফিরিয়ে দেন। তখন সেই ছাগটি বহু বছর ধরে ছাগীর সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করেও তৃপ্ত হয়নি। কেউ যদি কামুক এবং লোভী হয়, তা হলে পৃথিবীর সমস্ত স্বর্ণও তার সেই কামবাসনা তৃপ্ত করতে পারে না। এই বাসনা ঠিক অগ্নির মতো। সেই জলন্ত অগ্নিতে ঘি ঢেলে কখনও তা নেভানো যায় না। সেই আগুন নেভাতে হলে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হয়। শাস্ত্রে তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে, বুদ্ধির দ্বারা ভোগের জীবন ত্যাগ করা যায়। যারা অল্পজ্ঞ, তারা মহান প্রয়াস ব্যতীত জড় সুখভোগ, বিশেষ করে মৈথুনজনিত সুখ ত্যাগ করতে পারে না, কারণ সুন্দরী রমণী মহাজ্ঞানীকেও মোহিত করে। মহারাজ যযাতি কিন্তু পুত্রদের মধ্যে তাঁর সম্পত্তি বিতরণ করে দিয়ে সংসার ত্যাগ করেছিলেন। তিনি জড় সুখভোগের প্রতি সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করে তপস্বী বা সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করেছিলেন এবং

সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। পরে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী দেবযানী যখন সংসার-জীবনের মোহ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, তখন তিনিও ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

স ইত্থমাচরন্ কামান্ স্ত্রৈণোঽপহ্নবমাত্মনঃ ।
বুদ্ধ্বা প্রিয়ায়ৈ নির্বিণ্ণো গাথামেতামগায়ত ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সঃ**—মহারাজ যযাতি; **ইত্থম্**—এইভাবে; **আচরন্**—আচরণ করে; **কামান্**—কামবাসনা; **স্ত্রৈণঃ**—স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **অপহ্নবম্**—প্রতিকার; **আত্মনঃ**—নিজের মঙ্গল; **বুদ্ধ্বা**—বুদ্ধির দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করে; **প্রিয়ায়ৈ**—তাঁর প্রিয়তমা পত্নী দেবযানীকে; **নির্বিণ্ণঃ**—বীতশ্রদ্ধ; **গাথাম্**—কাহিনী; **এতাম্**—এই; **অগায়ত**—বর্ণনা করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যযাতি ছিলেন অত্যন্ত স্ত্রৈণ। কিন্তু কালক্রমে কামভোগের প্রতি বিরক্ত হয়ে এবং তার কুফল বুঝতে পেরে তিনি সেই জীবন ত্যাগ করেছিলেন এবং তাঁর প্রিয়তমা পত্নীকে এই কাহিনীটি শুনিয়েছিলেন।

শ্লোক ২

শৃণু ভার্গব্যমূং গাথাং মদ্বিধাচরিতাং ভুবি ।
ধীরা যস্যানুশোচন্তি বনে গ্রামনিবাসিনঃ ॥ ২ ॥

শৃণু—শ্রবণ কর; **ভার্গবি**—হে শুক্রাচার্যের কন্যা; **অমূম্**—এই; **গাথাম্**—কাহিনী; **মৎ-বিধা**—ঠিক আমার মতো; **আচরিতম্**—আচরণ; **ভুবি**—এই পৃথিবীতে; **ধীরাঃ**—যারা ধীর এবং বুদ্ধিমান; **যস্য**—যার; **অনুশোচন্তি**—অত্যন্ত অনুতাপ করে; **বনে**—বনে; **গ্রাম-নিবাসিনঃ**—জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত।

অনুবাদ

হে প্রিয়তমা পত্নী, শুক্রাচার্যের কন্যা! এই পৃথিবীতে আমার মতো আচরণশীল এক ব্যক্তি ছিল। তার জীবনকাহিনী আমি বর্ণনা করছি, তুমি শ্রবণ কর। এই প্রকার গৃহাসক্ত ব্যক্তির জীবনকাহিনী শ্রবণ করে বানপ্রস্থীরা সর্বদা অনুশোচনা করেন।

তাৎপর্য

গ্রামে অথবা শহরে যারা বাস করে, তাদের বলা হয় গ্রামনিবাসী, এবং যাঁরা বনে বাস করেন, তাঁদের বলা হয় বনবাসী বা বানপ্রস্থ। গৃহস্থ-জীবন থেকে অবসর গ্রহণকারী বানপ্রস্থীরা সাধারণত তাঁদের অতীতের গৃহস্থ-জীবন সম্বন্ধে অনুতাপ করেন, কারণ সেই জীবনে তাঁরা কামবাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে, মানুষের কর্তব্য যত শীঘ্র সম্ভব গৃহস্থ-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করা, এবং তিনি গৃহস্থ-জীবনকে অন্ধকূপ বলে বর্ণনা করেছেন (*হিত্বাত্ম-পাতং গৃহমন্ধকূপম্*)। কেউ যদি চিরকাল অথবা স্থায়িভাবে তার পরিবারের সঙ্গে থাকবে বলে মনে করে, তা হলে বুঝতে হবে সে আত্মঘাতী। তাই বৈদিক সভ্যতায় পঞ্চাশ বছর বয়স হলে গৃহস্থজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে বনে গমন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি যখন বনবাস বা বানপ্রস্থ-জীবনে অভ্যস্ত হন, তখন তাঁর কর্তব্য সন্ন্যাস গ্রহণ করা। *বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত*। সন্ন্যাসের অর্থ হচ্ছে অবিচলিত নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা অবলম্বন করা। বৈদিক সভ্যতায় তাই মানব-জীবনকে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই চারটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। মানুষ যদি কেবল গৃহস্থ-জীবনেই থাকে এবং জীবনের উন্নততর দুটি স্তর, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস-আশ্রমে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা না করে, তা হলে তার অত্যন্ত লজ্জিত হওয়া উচিত।

শ্লোক ৩

বস্ত একো বনে কশ্চিদ্ বিচিন্বন্ প্রিয়মাত্মনঃ ।
দদর্শ কূপে পতিতাং স্বকর্মবশগামজাম্ ॥ ৩ ॥

বস্তঃ—ছাগ; **একঃ**—এক; **বনে**—বনে; **কশ্চিৎ**—কোন; **বিচিন্বন্**—খাদ্যের অন্বেষণ করতে করতে; **প্রিয়ম্**—অত্যন্ত প্রিয়; **আত্মনঃ**—তার নিজের জন্য; **দদর্শ**—দৈবক্রমে দেখতে পেল; **কূপে**—একটি কূপের মধ্যে; **পতিতাম্**—পতিত; **স্ব-কর্ম-বশ-গাম্**—তাঁর কর্মফলের প্রভাবে; **অজাম্**—একটি ছাগীকে।

অনুবাদ

একটি ছাগ বনের মধ্যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য আহার্যের অন্বেষণ করতে করতে দৈবক্রমে একটি কূপের মধ্যে নিজ কর্মফলে পতিতা একটি ছাগীকে দেখতে পেল।

তাৎপর্য

এখানে মহারাজ যযাতি নিজেকে একটি ছাগের সঙ্গে এবং দেবযানীকে একটি ছাগীর সঙ্গে তুলনা করে, নারী এবং পুরুষের স্বভাব বর্ণনা করেছেন। পুরুষ একটি ছাগের মতো ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অন্বেষণে ইতস্তত বিচরণ করে, এবং পুরুষ বা পতির আশ্রয়বিহীন স্ত্রীর অবস্থা কূপে নিপতিতা ছাগীর মতো। পুরুষের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতীত নারী সুখী হতে পারে না। বস্তুতপক্ষে তার অবস্থা ঠিক একটি কূপে পতিতা ছাগীর মতো। তাই নারীর অবশ্যকর্তব্য, দেবযানী যেমন শুক্রাচার্যের রক্ষণাবেক্ষণে ছিলেন, ঠিক সেইভাবে পিতার আশ্রয় অবলম্বন করা। তারপর পিতার কর্তব্য উপযুক্ত পাত্রে কন্যাকে সম্প্রদান করা অথবা উপযুক্ত ব্যক্তির কর্তব্য নারীকে পতির তত্ত্বাবধানে রাখতে সাহায্য করা। দেবযানীর জীবনে তা স্পষ্টভাবে দেখা গেছে। মহারাজ যযাতি যখন দেবযানীকে কূপ থেকে উদ্ধার করেন, তখন দেবযানী গভীর স্বস্তি অনুভব করেছিলেন এবং তাঁকে পত্নীরূপে বরণ করতে যযাতিকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু মহারাজ যযাতি যখন দেবযানীকে অঙ্গীকার করেন, তখন তিনি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছিলেন এবং কেবল দেবযানীর সঙ্গেই নয়, শর্মিষ্ঠা আদি অন্যদের সঙ্গেও তিনি যৌন জীবনে আসক্ত হয়ে পড়েন। তথাপি তিনি অতৃপ্ত ছিলেন। তাই মানুষের কর্তব্য, যযাতির মতো দৃঢ়তাপূর্বক গৃহস্থ-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করা। মানুষ যখন বৈষয়িক জীবনের অধঃপতিত অবস্থা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিতরূপে অবগত হন, তখন তাঁর কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে অবসর গ্রহণ করে সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করা এবং সর্বতোভাবে নিজেকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। তখন তাঁর জীবন সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্লোক ৪

তস্যা উদ্ধরণোপায়ং বস্তঃ কামী বিচিন্তয়ন্ ।
ব্যধত্ত তীর্থমুদ্ধৃত্য বিষাণাগ্রেণ রোধসী ॥ ৪ ॥

তস্যাঃ—ছাগীর; **উদ্ধরণ-উপায়ম্**—(কূপ থেকে) উদ্ধারের উপায়; **বস্তঃ**—ছাগ; **কামী**—কামুক; **বিচিন্তয়ন্**—পরিকল্পনা করে; **ব্যধত্ত**—সম্পাদন করেছিল; **তীর্থম্**—

বেরিয়ে আসার পথ; **উদ্ধৃত্য**—মাটি খুঁড়ে; **বিষাণ-অগ্রেণ**—তার শিঙের অগ্রভাগের দ্বারা; **রোধসী**—কূপের তটে।

অনুবাদ

সেই ছাগীর উদ্ধারের উপায় পরিকল্পনা করে, সেই কামুক ছাগ তার শিঙের অগ্রভাগের দ্বারা কূপের তটের মৃত্তিকা অপসারিত করে বেরিয়ে আসার পথ তৈরি করেছিল।

তাৎপর্য

নারীর প্রতি আকর্ষণ অর্থনৈতিক উন্নতি, বাড়িঘর এবং জড় জগতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপনের অন্যান্য ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের অনুপ্রেরণা জোগায়। শিঙের অগ্রভাগ দিয়ে মাটি খুঁড়ে ছাগীর বেরিয়ে আসার পথ তৈরি করা অবশ্যই অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কার্য ছিল, কিন্তু ছাগীকে প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে ছাগকে সেই শ্রম স্বীকার করতে হয়েছিল। *অহো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈর্জনস্য মোহোঽয়মহং মমেতি।* স্ত্রী-পুরুষের মিলন সুন্দর গৃহ, প্রচুর অর্থ উপার্জন, সন্তান-সন্ততি উৎপাদন, বন্ধুবান্ধব প্রাপ্তি ইত্যাদির অনুপ্রেরণা-স্বরূপ। তার ফলে মানুষ এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

শ্লোক ৫-৬

সোত্তীর্য কূপাৎ সুশ্রোণী তমেব চকমে কিল ।
তয়া বৃতং সমুদ্বীক্ষ্য বহ্ব্যোঽজাঃ কান্তকামিনীঃ ॥ ৫ ॥
পীবানং শ্মশ্রুলং প্রেষ্ঠং মীঢ্বাংসং যাভকোবিদম্ ।
স একোঽজবৃষস্তাসাং বহ্বীনাং রতিবর্ধনঃ ।
রেমে কামগ্রহগ্রস্ত আত্মানং নাববুধ্যত ॥ ৬ ॥

সা—সেই ছাগী; **উত্তীর্য**—উঠে এসে; **কূপাৎ**—কূপ থেকে; **সুশ্রোণী**—সুন্দর নিতম্ব সমন্বিতা; **তম্**—ছাগকে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চকমে**—পতিরূপে প্রাপ্ত হওয়ার বাসনা করেছিল; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **তয়া**—তার দ্বারা; **বৃতম্**—গৃহীত; **সমুদ্বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বহ্ব্যঃ**—অন্য অনেক; **অজাঃ**—ছাগী; **কান্ত-কামিনীঃ**—ছাগটিকে তাদের পতিরূপে প্রাপ্ত হওয়ার বাসনা করে; **পীবানম্**—অত্যন্ত বলিষ্ঠ; **শ্মশ্রুলম্**—সুন্দর গোঁফ এবং দাড়ি সমন্বিত; **প্রেষ্ঠম্**—উত্তম; **মীঢ্বাংসম্**—বীর্যস্খলনে দক্ষ; **যাভ-**

কোবিদম্—মৈথুনাভিজ্ঞ; **সঃ**—সেই ছাগ; **একঃ**—একাকী; **অজ-বৃষঃ**—ছাগশ্রেষ্ঠ; **তাসাম্**—সেই সমস্ত ছাগীদের; **বহূনাম্**—বহু; **রতি-বর্ধনঃ**—রতিবর্ধনে সমর্থ; **রেমে**—উপভোগ করেছিল; **কাম-গ্রহ-গ্রস্তঃ**—কামরূপ গ্রহগ্রস্ত; **আত্মানম্**—নিজের; **ন**—না; **অববুধ্যত**—বুঝতে পেরেছিল।

অনুবাদ

সুন্দর নিতম্বিনী সেই ছাগী কূপ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে, অত্যন্ত সুন্দর দর্শন ছাগটিকে দর্শন করে তাকে পতিরূপে বরণ করতে বাসনা করেছিল। ছাগী সেই ছাগকে পতিরূপে বরণ করলে, অন্য অনেক ছাগী তার সুন্দর শরীর, সুন্দর শ্মশ্রু, বীর্যস্খলনে দক্ষতা এবং মৈথুনের অভিজ্ঞতা দর্শন করে সেই ছাগকে পতিত্বে বরণ করতে অভিলাষিণী হয়েছিল। পিশাচী ভর করলে মানুষ যেমন উন্মাদ হয়ে যায়, তেমনই সেই ছাগশ্রেষ্ঠ বহু ছাগীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে কামক্রীড়ায় লিপ্ত হয়েছিল এবং তার ফলে আত্ম-উপলব্ধিরূপ তার প্রকৃত কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছিল।

তাৎপর্য

বিষয়াসক্ত মানুষেরা রতিক্রীড়ার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়। *যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্।* যদিও মানুষ প্রাণভরে মৈথুনসুখ উপভোগ করার জন্য গৃহস্থ হয়, তবুও তার সেই বাসনা কখনও তৃপ্ত হয় না। এই প্রকার কামুক বিষয়ী ঠিক একটি ছাগলের মতো, কারণ কথিত আছে যে, কসাইখানায় বলি হওয়ার সময়েও ছাগ যদি সুযোগ পায়, তা হলে সে মৈথুনসুখ উপভোগে লিপ্ত হয়। কিন্তু মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি।

তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং
শুদ্ধ্যেদ্ যস্মাদ্ ব্রহ্মসৌখ্যং ত্বনন্তম্ ॥

মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বরূপ-উপলব্ধি, অর্থাৎ দেহের অভ্যন্তরে যে আত্মা রয়েছে (*দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে*) তাকে জানা। বিষয়াসক্ত মূর্খেরা জানে না যে, তাদের প্রকৃত স্বরূপ তাদের দেহটি নয়, দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মা। মানুষের কর্তব্য তার বাস্তবিক স্থিতি সম্বন্ধে অবগত হওয়া এবং সেই জ্ঞানের অনুশীলন করা, যার ফলে সে তার দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। পিশাচীগ্রস্ত দুর্ভাগা ব্যক্তি যেমন উন্মাদের মতো আচরণ করে, তেমনই কামরূপ পিশাচীগ্রস্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা তাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়, যাতে তারা তথাকথিত দেহসুখ উপভোগ করতে পারে।

শ্লোক ৭

তমেব প্রেষ্ঠতময়া রমমাণমজান্যয়া ।
বিলোক্য কূপসংবিগ্না নামৃষ্যদ্ বস্তুকর্ম তৎ ॥ ৭ ॥

তম্—সেই ছাগ; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **প্রেষ্ঠতময়া**—প্রিয়তম; **রমমাণম্**—মৈথুনরত; **অজা**—ছাগী; **অন্যয়া**—অন্য এক ছাগীর সঙ্গে; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **কূপ-সংবিগ্না**—যে ছাগীটি কূপে পতিত হয়েছিল; **ন**—না; **অমৃষ্যৎ**—সহ্য করেছিল; **বস্তুকর্ম**—ছাগের কর্ম; **তৎ**—তা (মৈথুনক্রিয়াকে এখানে ছাগের কর্ম বলে মনে করা হয়েছে)।

অনুবাদ

যে ছাগী কূপে পড়েছিল, সে তার প্রিয়তম ছাগকে অন্য এক ছাগীর সঙ্গে মৈথুনরত দর্শন করে, সেই ছাগের কর্ম সহ্য করতে পারল না।

শ্লোক ৮

তং দুর্হৃদং সুহৃদ্রূপং কামিনং ক্ষণসৌহৃদম্ ।
ইন্দ্রিয়ারামমুৎসৃজ্য স্বামিনং দুঃখিতা যযৌ ॥ ৮ ॥

তম্—তাকে (ছাগটিকে); **দুর্হৃদম্**—নিষ্ঠুর হৃদয়; **সুহৃৎ-রূপম্**—বন্ধুরূপে অভিনয়-কারী; **কামিনম্**—অত্যন্ত কামুক; **ক্ষণ-সৌহৃদম্**—ক্ষণিকের বন্ধুত্ব লাভ করে; **ইন্দ্রিয়-আরামম্**—কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আগ্রহশীল; **উৎসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **স্বামিনম্**—তার পতিকে অথবা তার পূর্ব-পালনকর্তাকে; **দুঃখিতা**—অত্যন্ত দুঃখিতা হয়ে; **যযৌ**—সে চলে গিয়েছিল।

অনুবাদ

অন্য ছাগীর সঙ্গে তার পতির আচরণ দর্শনে দুঃখিতা হয়ে সেই ছাগী বিচার করেছিল যে, সেই ছাগটি প্রকৃতপক্ষে তার সুহৃৎ নয়, সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর হৃদয় এবং ক্ষণকালের জন্য কেবল সে সুহৃদের মতো আচরণ করছে। তাই সেই কামুক পতিকে পরিত্যাগ করে সে তার পূর্বপালকের কাছে ফিরে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

এখানে *স্বামিনম্* শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। *স্বামী* শব্দের অর্থ হচ্ছে 'পালনকর্তা' বা 'প্রভু'। বিবাহের পূর্বে শুক্রাচার্য দেবযানীর রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন, এবং বিবাহের পর

যযাতি তাঁর ভরণপোষণ করছিলেন। কিন্তু এখানে *স্বামিনম্* শব্দটি ইঙ্গিত করছে, দেবযানী তাঁর পতি যযাতির সংরক্ষণ পরিত্যাগ করে তাঁর পূর্বপালক শুক্রাচার্যের কাছে ফিরে গিয়েছিলেন। বৈদিক সভ্যতায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, স্ত্রীলোকদের কর্তব্য সর্বদা পুরুষদের রক্ষণাবেক্ষণে থাকা। তাঁদের শৈশবে পিতার, যৌবনে পতির এবং বার্ধক্যে উপযুক্ত পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণে থাকা উচিত। জীবনের কোন অবস্থাতেই স্ত্রীলোকদের স্বতন্ত্রতা থাকা উচিত নয়।

শ্লোক ৯

সোঽপি চানুগতঃ ত্রৈণঃ কৃপণস্তাং প্রসাদিতুম্ ।
কুর্বন্নিড়বিড়াকারং নাশক্নোৎ পথি সন্ধিতুম্ ॥ ৯ ॥

সঃ—সেই ছাগ; **অপি**—ও; **চ**—ও; **অনুগতঃ**—ছাগীর অনুগমন করে; **ত্রৈণঃ**—স্ত্রৈণ; **কৃপণঃ**—অত্যন্ত দরিদ্র; **তাম্**—তার; **প্রসাদিতুম্**—প্রসন্নতা বিধানের জন্য; **কুর্বন**—করে; **ইড়বিড়া-কারম্**—ছাগের ডাক ডাকতে ডাকতে; **ন**—না; **অশক্নোৎ**—সমর্থ হয়েছিল; **পথি**—পথে; **সন্ধিতুম্**—প্রসন্ন করতে।

অনুবাদ

সেই ত্রৈণ ছাগ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে সেই ছাগীকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথাসাধ্য তোষামোদ করতে করতে তার পিছনে পিছনে গমন করেছিল, কিন্তু তবুও সে তাকে প্রসন্ন করতে পারল না।

শ্লোক ১০

তস্যতত্র দ্বিজঃ কশ্চিদজাস্বাম্যচ্ছিনদ্ রুষা ।
লম্বন্তং বৃষণং ভূয়ঃ সন্দধেঽর্থায় যোগবিৎ ॥ ১০ ॥

তস্য—সেই ছাগের; **তত্র**—তখন; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **কশ্চিৎ**—কোন; **অজা-স্বামী**—অন্য আর এক ছাগীর পালনকর্তার; **অচ্ছিনৎ**—ছিন্ন করেছিল; **রুষা**—ক্রোধে; **লম্বন্তম্**—লম্বমান; **বৃষণম্**—অণ্ডকোষ; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **সন্দধে**—যুক্ত করেছিল; **অর্থায়**—নিজের স্বার্থে; **যোগ-বিৎ**—যোগশক্তি সমন্বিত।

অনুবাদ

সেই ছাগী তখন অন্য এক ছাগীর পালনকর্তা এক ব্রাহ্মণের বাসস্থানে গিয়েছিল, এবং সেই ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে ছাগটির লম্বমান অণ্ডদ্বয় ছিন্ন করেছিল। কিন্তু সেই ছাগের অনুরোধে ব্রাহ্মণ তাঁর যোগশক্তির প্রভাবে তার অণ্ডদ্বয় পুনরায় সংযোজিত করেছিল।

তাৎপর্য

এখানে শুক্রাচার্যকে অন্য আর একটি ছাগীর পতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তা ইঙ্গিত করে যে, যে কোন সমাজে, তা সেটি মানব-সমাজ থেকে উচ্চতর হোক অথবা নিম্নতর হোক, পতি-পত্নীর সম্পর্ক ছাগ এবং ছাগীর সম্পর্কের মতো, কারণ স্ত্রী-পুরুষের জড়-জাগতিক সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে যৌনজীবন। *যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্*। শুক্রাচার্য ছিলেন পারিবারিক বিষয়ের আচার্য, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাগের বীর্য ছাগীতে স্থানান্তরিত করা। *কশ্চিদজাস্বামী* পদটি এখানে ইঙ্গিত করে যে, শুক্রাচার্য যযাতির থেকে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না, কারণ তাঁরা উভয়েই শুক্রের দ্বারা উৎপন্ন পারিবারিক বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। শুক্রাচার্য প্রথমে যযাতিকে জরাগ্রস্ত হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন যাতে তিনি আর যৌনজীবনে লিপ্ত হতে না পারেন, কিন্তু শুক্রাচার্য যখন দেখলেন যে, যযাতির বীর্যহীনত্বের ফলে তাঁর কন্যাকে সেই দণ্ডের ফলভোগ করতে হবে, তখন তিনি তাঁর যোগশক্তির প্রভাবে যযাতির পৌরুষ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। যেহেতু তিনি তাঁর যোগশক্তির প্রয়োগ পারিবারিক বিষয়ে করেছিলেন, ভগবানকে উপলব্ধি করার জন্য নয়, তাই তা ছাগ-ছাগীর যৌনজীবনের থেকে শ্রেয় নয়। ভগবানকে উপলব্ধি করার জন্যই কেবল যোগশক্তির যথাযথ প্রয়োগ করা উচিত। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৭) ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সব চেয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।"

শ্লোক ১১

সম্বন্ধবৃষণঃ সোঽপি হ্যজয়া কৃপলব্ধয়া ।
কালং বহুতিথং ভদ্রে কামৈর্নাদ্যাপি তুষ্যতি ॥ ১১ ॥

সম্বদ্ধ-বৃষণঃ—অণ্ডদ্বয় সংযোজিত হয়ে; **সঃ**—সে; **অপি**—ও; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অজয়া**—ছাগীর সঙ্গে; **কূপ-লব্ধয়া**—যাকে সে কূপে প্রাপ্ত হয়েছিল; **কালম্**—কালব্যাপী; **বহু-তিথম্**—অতি দীর্ঘকাল; **ভদ্রে**—হে প্রিয় পত্নী; **কামৈঃ**—এই প্রকার কামবাসনার দ্বারা; **ন**—না; **অদ্য অপি**—আজ পর্যন্ত; **তুষ্যতি**—তৃপ্ত হয়।

অনুবাদ

হে প্রিয়ে! যখন সেই ছাগের অণ্ডদ্বয় পুনরায় সংযুক্ত করা হল, তখন সেই ছাগ কূপে লব্ধ ছাগীর সঙ্গে বহুকাল বিষয়ভোগ করেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তার কামবাসনা তৃপ্ত হয়নি।

তাৎপর্য

কেউ যখন তার পত্নীর প্রেমে আবদ্ধ হয়, তখন সে কামবাসনার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয় এবং তা জয় করা অত্যন্ত কঠিন। তাই বৈদিক সভ্যতায় মানুষকে স্বেচ্ছায় তথাকথিত গৃহ ত্যাগ করে বনে গমন করতে হয়। *পঞ্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ*। মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রকার তপস্যা করা। স্বেচ্ছায় গৃহে মৈথুন-জীবন ত্যাগ করে, বনে গিয়ে ভগবানের ভক্তদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার তপস্যার দ্বারা মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করা যায়।

শ্লোক ১২

তথাহং কৃপণঃ সুভ্রু ভবত্যাঃ প্রেমযন্ত্রিতঃ ।
আত্মানং নাভিজানামি মোহিতস্তব মায়য়া ॥ ১২ ॥

তথা—ঠিক সেই ছাগের মতো; **অহম্**—আমি; **কৃপণঃ**—জীবনের মহত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ কৃপণ; **সুভ্রু**—সুন্দর ভ্রূ সমন্বিতা; **ভবত্যাঃ**—তোমার সাহচর্যে; **প্রেম-যন্ত্রিতঃ**—যেন প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে কাম; **আত্মানম্**—স্বরূপ-উপলব্ধি (আমি কে এবং আমার কর্তব্য কি); **ন অভিজানামি**—এখনও পর্যন্ত জানতে পারিনি; **মোহিতঃ**—মোহাচ্ছন্ন হয়ে; **তব**—তোমার; **মায়য়া**—তোমার আকর্ষণীয় রূপের দ্বারা।

অনুবাদ

হে সুভ্রু! আমিও ঠিক ছাগের মতো, কারণ আমি এতই মন্দবুদ্ধি যে, তোমার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে আমার স্বরূপ উপলব্ধির প্রকৃত কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছি।

তাৎপর্য

কেউ যদি তার পত্নীর তথাকথিত সৌন্দর্যের শিকার হয়, তা হলে তার গৃহস্থ-জীবন একটি অন্ধকূপের মতো। *হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপম্।* এই প্রকার অন্ধকূপে বাস করা আত্মহত্যারই সামিল। কেউ যদি সংসার-জীবনের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে মুক্ত হতে চায়, তা হলে তাকে স্বেচ্ছায় তার পত্নীর সঙ্গে কামের সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে। তা না হলে স্বরূপ উপলব্ধির কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আধ্যাত্মিক চেতনায় অত্যন্ত উন্নত না হলে, গৃহস্থ-জীবন আত্মহননকারী একটি অন্ধকূপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রহ্লাদ মহারাজ তাই উপদেশ দিয়েছেন যে যথাসময়ে, অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ বছরের পর গৃহস্থ-জীবন ত্যাগ করে বনবাসী হওয়া অবশ্য কর্তব্য। *বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত।* সেখানে ভগবান শ্রীহরির পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য।

শ্লোক ১৩

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ ।
ন দুহ্যন্তি মনঃপ্রীতিং পুংসঃ কামহতস্য তে ॥ ১৩ ॥

যৎ—যা কিছু; **পৃথিব্যাম্**—এই পৃথিবীতে; **ব্রীহি**—ধান আদি শস্য; **যবম্**—যব; **হিরণ্যম্**—স্বর্ণ; **পশবঃ**—পশু; **স্ত্রিয়ঃ**—পত্নী বা অন্যান্য রমণী; **ন দুহ্যন্তি**—প্রদান করে না; **মনঃ-প্রীতিম্**—মনের প্রসন্নতা; **পুংসঃ**—ব্যক্তিকে; **কাম-হতস্য**—কামবাসনার শিকার হওয়ার ফলে; **তে**—তারা।

অনুবাদ

ধান, যব আদি খাদ্যশস্য, স্বর্ণ, পশু, স্ত্রী আদি পৃথিবীর সমস্ত বস্তু থাকা সত্ত্বেও কামুক ব্যক্তির মন প্রসন্ন হয় না। কোন কিছুই তার প্রীতি উৎপাদন করতে পারে না।

তাৎপর্য

বিষয়াসক্ত ব্যক্তির একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করা, কিন্তু এই জড় উন্নতিসাধনের কোন অন্ত নেই, কারণ কেউ যদি তার কামবাসনাকে সংযত করতে না পারে, তা হলে এই পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সে সন্তুষ্ট হতে পারে না। এই যুগে আমরা দেখতে পাই যে, প্রভূত জড়-জাগতিক

উন্নতিসাধন করা সত্ত্বেও মানুষ আরও বেশি জড় ঐশ্বর্য লাভ করার চেষ্টা করছে। *মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।* যদিও প্রতিটি জীবই ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তবুও কামবাসনার ফলে তারা নিরন্তর তাদের তথাকথিত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য সংগ্রাম করছে। মানসিক প্রসন্নতা লাভ করতে হলে, মানুষকে কাম-বাসনারূপ হৃদ্‌রোগ থেকে মুক্ত হতে হবে। তা কেবল কৃষ্ণভক্তির মাধ্যমেই সম্ভব।

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/৩৩/৩৯)

কেউ যদি কৃষ্ণভক্ত হন, তা হলে তিনি তাঁর হৃদ্‌রোগ থেকে মুক্ত হতে পারেন, তা না হলে মানুষ কাম-বাসনারূপ রোগের দ্বারা আক্রান্ত থাকবে, এবং সে কখনও মনের শান্তি লাভ করতে পারবে না।

শ্লোক ১৪

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥ ১৪ ॥

ন—না; **জাতু**—কখনও; **কামঃ**—কামবাসনা; **কামানাম্**—অত্যন্ত কামুক ব্যক্তির; **উপভোগেন**—কাম উপভোগের দ্বারা; **শাম্যতি**—নিবৃত্ত হতে পারে; **হবিষা**—ঘি-এর দ্বারা; **কৃষ্ণবর্ত্মা**—অগ্নি; **ইব**—সদৃশ; **ভূয়ঃ**—বার বার; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অভিবর্ধতে**—ক্রমশ বর্ধিত হয়।

অনুবাদ

অগ্নিতে ঘি ঢালার ফলে যেমন সেই আগুন কখনও নেভানো যায় না, পক্ষান্তরে তা ক্রমশ বর্ধিতই হতে থাকে, ঠিক তেমনই কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা কখনও কামনার নিবৃত্তিসাধন করা যায় না। (প্রকৃতপক্ষে, স্বেচ্ছায় ভোগবাসনা ত্যাগ করতে হয়)।

তাৎপর্য

ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য প্রচুর অর্থ এবং সুখভোগের সমস্ত সামগ্রী থাকলেও মানুষ কখনও তৃপ্ত হতে পারে না, কারণ কাম উপভোগের দ্বারা কামের নিবৃত্তি সাধন কখনও হয় না। এখানে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত উপযুক্ত। ঘি ঢেলে কখনও প্রজ্বলিত অগ্নি নেভানো যায় না।

শ্লোক ১৫

যদা ন কুরুতে ভাবং সর্বভূতেষ্বমঙ্গলম্ ।
সমদৃষ্টেস্তদা পুংসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥ ১৫ ॥

যদা—যখন; **ন**—না; **কুরুতে**—করে; **ভাবম্**—রাগ অথবা দ্বেষের বৈষম্য; **সর্ব-ভূতেষু**—সমস্ত জীবকে; **অমঙ্গলম্**—অশুভ; **সমদৃষ্টেঃ**—সমদৃষ্টি হওয়ার ফলে; **তদা**—তখন; **পুংসঃ**—পুরুষের; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **সুখময়াঃ**—সুখী অবস্থায়; **দিশঃ**—দিক।

অনুবাদ

মানুষ যখন নির্মৎসর হন এবং কারও অমঙ্গল কামনা করেন না, তখন তিনি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন। এই প্রকার ব্যক্তির কাছে সর্বদিকই সুখময় হয়ে ওঠে।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেছেন, *বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে*—কেউ যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণভক্ত হন, তখন তাঁর কাছে সারা পৃথিবী সুখময় হয়ে ওঠে, এবং তখন তিনি কোন বস্তুর প্রতি লালায়িত হন না। ব্রহ্মভূত স্তরে বা অধ্যাত্ম উপলব্ধির স্তরে কোন কিছুর জন্য অনুশোচনা থাকে না এবং কোন বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকে না (*ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি*)। জীব যতক্ষণ এই জড় জগতে থাকে, ততক্ষণ কর্ম এবং তার ফল থাকবেই, কিন্তু মানুষ যখন এই কর্মফলের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে অবিচলিত থাকেন, তখন তিনি জড় বাসনার শিকার হওয়ার বিপদ থেকে মুক্ত হন। এই শ্লোকে কামবাসনা থেকে মুক্ত তৃপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, যিনি তাঁর শত্রুর প্রতিও বিদ্বেষভাব পোষণ করেন না, কারও কাছ থেকে সম্মানের প্রত্যাশা করেন না, পক্ষান্তরে শত্রুরও মঙ্গল কামনা করেন, তিনিই হচ্ছেন পরমহংস, অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সমস্ত বাসনা সর্বতোভাবে দমন করেছেন।

শ্লোক ১৬

যা দুস্ত্যজা দুর্মতিভির্জীর্যতো যা ন জীর্যতে ।
তাং তৃষ্ণাং দুঃখনিবহাং শর্মকামো দ্রুতং ত্যজেৎ ॥ ১৬ ॥

যা—যা; **দুস্ত্যজা**—ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; **দুর্মতিভিঃ**—জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা; **জীর্যতঃ**—বার্ধক্যের ফলে অক্ষম ব্যক্তিও; **যা**—যা; **ন**—না; **জীর্যতে**—পরাস্ত হয়; **তাম্**—সেই প্রকার; **তৃষ্ণাম্**—বাসনা; **দুঃখ-নিবহাম্**—সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ; **শর্ম-কামঃ**—সুখাভিলাষী ব্যক্তি; **দ্রুতম্**—অতি শীঘ্র; **ত্যজেৎ**—পরিত্যাগ করা উচিত।

অনুবাদ

যারা জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের পক্ষে ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। এমন কি বার্ধক্যের ফলে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তারা ইন্দ্রিয়-সুখের বাসনা পরিত্যাগ করতে পারে না। তাই, যাঁরা প্রকৃতই সুখাভিলাষী, তাঁদের অবশ্য কর্তব্য সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণস্বরূপ এই সমস্ত অতৃপ্ত বাসনা ত্যাগ করা।

তাৎপর্য

বাস্তবিকই আমরা দেখেছি, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে অশীতিপর বৃদ্ধও নাইট ক্লাবে যায় এবং মদ্যপান ও স্ত্রীসঙ্গ করার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করে। যদিও তারা এতই বৃদ্ধ যে, তাদের উপভোগ করার কোন ক্ষমতা নেই, তবুও তাদের বাসনার নিবৃত্তি হয়নি। কালের প্রভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের মাধ্যম দেহটিও জরাগ্রস্ত হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার ভোগবাসনা এতই প্রবল যে, সে তার ইন্দ্রিয়ের বাসনাগুলি চরিতার্থ করার জন্য ইতস্তত বিচরণ করে। তাই মানুষের কর্তব্য ভক্তিযোগের অনুশীলনের দ্বারা এই সমস্ত কামবাসনা সমূলে উৎপাটিত করা। সেই সম্বন্ধে শ্রীযামুনাচার্য বলেছেন—

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধাম্নুদ্যতং রন্তুমাসীৎ ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্যমানে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠুনিষ্ঠীবনং চ ॥

মানুষ যখন কৃষ্ণভক্ত হন, তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করে তিনি অধিক থেকে অধিকতর সুখ উপভোগ করেন। এই প্রকার ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চিন্তার প্রতি থুতু ফেলেন, বিশেষ করে যৌনসুখ ভোগের প্রতি। অভিজ্ঞ এবং উন্নত ভক্তের যৌনজীবনের প্রতি কোন রকম আগ্রহ থাকে না। অত্যন্ত প্রবল যৌন-সম্ভোগের বাসনা কৃষ্ণভক্তির উন্নতি সাধনের দ্বারাই কেবল দমন করা যায়।

শ্লোক ১৭

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ ১৭ ॥

মাত্রা—মায়ের সঙ্গে; **স্বস্রা**—ভগ্নীর সঙ্গে; **দুহিত্রা**—নিজের কন্যার সঙ্গে; **বা**—অথবা; **ন**—না; **অবিবিক্ত-আসনঃ**—এক আসনে উপবেশন; **ভবেৎ**—হওয়া উচিত; **বলবান্**—অত্যন্ত বলবান; **ইন্দ্রিয়-গ্রামঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **বিদ্বাংসম্**—অত্যন্ত বিদ্বান ব্যক্তি; **অপি**—ও; **কর্ষতি**—উত্তেজিত করে।

অনুবাদ

মাতা, ভগ্নী অথবা কন্যার সঙ্গে এক আসনে উপবেশন করা উচিত নয়, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি এতই প্রবল যে, তা বিদ্বান ব্যক্তিকেও যৌনজীবনে আকৃষ্ট করতে পারে।

তাৎপর্য

স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করতে হয়, তা শিখলেও যৌন আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই প্রকার আকর্ষণ মাতা, ভগ্নী অথবা কন্যার প্রতিও থাকা সম্ভব। সাধারণত মানুষ অবশ্যই মাতা, ভগ্নী অথবা কন্যার প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করে না, কিন্তু তাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসলে যৌন আকর্ষণের উদ্রেক হতে পারে। এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক তথ্য। বলা যেতে পারে যে, যারা উন্নত সভ্যতাসম্পন্ন নয়, তাদের পক্ষে এই প্রকার আকর্ষণের উদ্রেক হতে পারে; কিন্তু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *বিদ্বাংসমপি কর্ষতি*—জাগতিক অথবা আধ্যাত্মিক জীবনে অত্যন্ত উন্নত ব্যক্তিও কামবাসনার দ্বারা আকৃষ্ট হতে পারে। সেই আকর্ষণ মাতা, ভগ্নী অথবা কন্যার প্রতিও হতে পারে। তাই, স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মেলামেশা করার সময় অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই সম্বন্ধে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন, বিশেষ করে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করার পর। বস্তুতপক্ষে, কোন স্ত্রীলোক প্রণাম করার জন্যও তাঁর কাছে আসতে পারত না। গুরুপত্নী যদি যুবতী হন, তা হলে তাঁকে দর্শন করাও ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিষিদ্ধ। গুরুপত্নী কখনও কখনও তাঁর পতির শিষ্যের কাছ থেকে পুত্রের মতো সেবা গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু গুরুপত্নী যদি যুবতী হন, তা হলে তাঁর সেবা করা ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিষিদ্ধ।

শ্লোক ১৮

পূর্ণং বর্ষসহস্রং মে বিষয়ান্ সেবতোঽসকৃৎ ।
তথাপি চানুসবনং তৃষ্ণা তেষূপজায়তে ॥ ১৮ ॥

পূর্ণম্—পূর্ণ; **বর্ষ-সহস্রম্**—এক হাজার বছর; **মে**—আমার; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয়সুখ; **সেবতঃ**—উপভোগ করে; **অসকৃৎ**—নিরন্তর; **তথা অপি**—তা সত্ত্বেও; **চ**—বস্তুতপক্ষে; **অনুসবনম্**—অধিক থেকে অধিকতর; **তৃষ্ণা**—কামবাসনা; **তেষু**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে; **উপজায়তে**—বর্ধিত হয়েছে।

অনুবাদ

আমি পূর্ণ এক হাজার বছর ধরে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করেছি, তবুও প্রতিদিন আমার ভোগবাসনা বর্ধিত হয়েছে।

তাৎপর্য

মহারাজ যযাতি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করেছেন, বৃদ্ধ অবস্থাতেও যৌনবাসনা কত প্রবল থাকে।

শ্লোক ১৯

তস্মাদেতামহং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণ্যধ্যায় মানসম্ ।
নির্দ্বন্দ্বো নিরহঙ্কারশ্চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ ॥ ১৯ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **এতাম্**—এই সমস্ত প্রবল ভোগবাসনা; **অহম্**—আমি; **ত্যক্ত্বা**—পরিত্যাগ করে; **ব্রহ্মণি**—পরব্রহ্মে; **অধ্যায়**—স্থির করে; **মানসম্**—মন; **নির্দ্বন্দ্বঃ**—দ্বন্দ্ব-রহিত; **নিরহঙ্কারঃ**—অহঙ্কার-রহিত; **চরিষ্যামি**—আমি বনে বনে বিচরণ করব; **মৃগৈঃ সহ**—বনের পশুদের সঙ্গে।

অনুবাদ

অতএব আমি এখন এই সমস্ত ভোগবাসনা পরিত্যাগ করে ভগবানের ধ্যানে মনোনিবেশ করব। মনের দ্বারা সৃষ্ট দ্বন্দ্বভাব থেকে মুক্ত এবং নিরহঙ্কার হয়ে, আমি বনের পশুদের সঙ্গে বনে বনে বিচরণ করব।

তাৎপর্য

বনে গিয়ে পশুদের সঙ্গে বাস করে ভগবানের ধ্যান করাই কামবাসনা ত্যাগ করার একমাত্র উপায়। এই কামবাসনা ত্যাগ না করা পর্যন্ত মন জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারে না। তাই কেউ যদি জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, তা হলে তাঁকে জীবনের এক বিশেষ সময়ে অবশ্যই বনবাসী হতে হবে। *পঞ্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ*। পঞ্চাশ বছর বয়সের পর স্বেচ্ছায় গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ করে বনবাসী হওয়া কর্তব্য। সর্বশ্রেষ্ঠ বন হচ্ছে বৃন্দাবন, যেখানে পশুদের সঙ্গে বাস করার পরিবর্তে ভগবানের সঙ্গ করা যায়, যিনি কখনও বৃন্দাবন ত্যাগ করেন না। বৃন্দাবনে কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলন করা ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সর্বোত্তম উপায়, কারণ বৃন্দাবনে আপনা থেকেই শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করা যায়। বৃন্দাবনে বহু মন্দির রয়েছে, এবং এই সমস্ত মন্দিরের এক অথবা অধিক মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ অথবা শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরামের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে সেই রূপের ধ্যান করা যায়। এখানে *ব্রহ্মণ্যধ্যায়* শব্দে বলা হয়েছে যে, মানুষের কর্তব্য তাঁর মনকে পরমেশ্বর পরব্রহ্মে একাগ্রীভূত করা। এই পরব্রহ্ম হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* অর্জুন প্রতিপন্ন করেছেন (*পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্*)। শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ধাম বৃন্দাবন অভিন্ন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্* । শ্রীকৃষ্ণের আবাসস্থল বৃন্দাবন, তাঁর থেকে অভিন্ন। তাই কেউ যদি বৃন্দাবনে বাস করার সুযোগ লাভ করেন, এবং তিনি যদি কপটতা না করে কেবল বৃন্দাবনে বাসপূর্বক তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণে একাগ্রীভূত করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হবেন। কিন্তু মন যদি কামবাসনার দ্বারা বিচলিত থাকে, তা হলে বৃন্দাবনে থাকলেও তার মন নির্মল হবে না। বৃন্দাবনে বাস করে অপরাধ করা উচিত নয়। কারণ বৃন্দাবনে অপরাধযুক্ত জীবন সেখানকার বানর এবং শূকরের জীবন থেকে কোন অংশে শ্রেয় নয়। বৃন্দাবনে বহু বানর ও শূকর বাস করে এবং তাদের একমাত্র চিন্তা কিভাবে তাদের যৌনবাসনা চরিতার্থ হবে। যারা বৃন্দাবনে গিয়েও কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য লালায়িত থাকে, তাদের কর্তব্য অচিরেই বৃন্দাবন ত্যাগ করে ভগবানের চরণে গর্হিত অপরাধ বন্ধ করা। বহু বিপথগামী মানুষ রয়েছে যারা তাদের কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য বৃন্দাবনে বাস করে, কিন্তু তাদের অবস্থা বানর এবং শূকরদের থেকে অবশ্যই শ্রেয় নয়। যারা মায়ার অধীন, বিশেষ করে কামবাসনার নিয়ন্ত্রণাধীন, তাদের বলা হয় *মায়ামৃগ*। বস্তুতপক্ষে এই জড় জগতে প্রতিটি বদ্ধ জীবই *মায়ামৃগ*। বলা হয়েছে, *মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্*—এই জড় জগতে যে সমস্ত মানুষ

কামবাসনার প্রভাবে দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত, সেই মায়ামৃগদের প্রতি কৃপা প্রদর্শনের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। মানুষের কর্তব্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শ অনুসরণ করা এবং পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা; তা হলে বৃন্দাবনে বাস করার যোগ্যতা লাভ করা যাবে এবং তাঁর জীবন তখন সার্থক হবে।

শ্লোক ২০

দৃষ্টং শ্রুতমসদ্ বুদ্ধ্যা নানুধ্যায়েন্ন সন্দিশেৎ ।
সংসৃতিং চাত্মনাশং চ তত্র বিদ্বান্ স আত্মদৃক্ ॥ ২০ ॥

দৃষ্টম্—আমাদের বর্তমান জীবনে যে জড় সুখ আমরা উপভোগ করি; **শ্রুতম্**—সকাম কর্মীদের ভবিষ্যতে যে জড় সুখভোগের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় (এই জীবনে অথবা স্বর্গ আদি লোকে পরবর্তী জীবনে); **অসৎ**—তা সবই অনিত্য এবং মন্দ; **বুদ্ধ্যা**—জেনে; **ন**—না; **অনুধ্যায়েৎ**—চিন্তা করা উচিত; **ন**—না; **সন্দিশেৎ**—প্রকৃত পক্ষে ভোগ করা উচিত; **সংসৃতিম্**—সংসার-বন্ধন বর্ধনকারী; **চ**—এবং; **আত্ম-নাশম্**—স্বরূপ-বিস্মৃতি; **চ**—ও; **তত্র**—এই বিষয়ে; **বিদ্বান্**—যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অবগত; **সঃ**—এই প্রকার ব্যক্তি; **আত্মদৃক্**—আত্মদর্শী।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি জানেন যে, জড় সুখ ভাল অথবা মন্দ, এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে ও এই লোকে অথবা স্বর্গ আদি লোকেই হোক না কেন তা অনিত্য এবং নিরর্থক, এবং যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই কথা জেনে তা উপভোগ করার চেষ্টা করেন না, এমন কি তার চিন্তা পর্যন্ত করেন না, তিনিই আত্মদর্শী। এই প্রকার আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ভালভাবে জানেন যে, জড় সুখই সংসার-বন্ধন এবং স্বরূপ বিস্মরণের একমাত্র কারণ।

তাৎপর্য

জীব চিন্ময় আত্মা এবং জড় শরীর তার বন্ধন। এটিই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রথম উপলব্ধি।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"দেহী যেভাবে কৌমার, যৌবন এবং জরার মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।" (*ভগবদ্গীতা* ২/১৩) মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। তাই বদ্ধ জীবদের সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করার জন্য এবং কিভাবে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন। *যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। ধর্মস্য গ্লানিঃ* শব্দ দুটির অর্থ হচ্ছে 'কলুষিত অস্তিত্ব'। আমাদের অস্তিত্ব এখন কলুষিত এবং তা নির্মল করা আমাদের অবশ্যকর্তব্য (*সত্ত্বং শুদ্ধ্যেৎ*)। ভব-বন্ধনের কারণস্বরূপ জড় দেহের সুখের কথা চিন্তা না করে, কিভাবে এই কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায় তার চেষ্টা করাই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। তাই এই শ্লোকে মহারাজ যযাতি উপদেশ দিয়েছেন, যে জড় সুখ আমরা দর্শন করি এবং সুখের যা কিছু প্রতিশ্রুতি আমাদের দেওয়া হয়েছে, তা সবই ক্ষণস্থায়ী এবং নশ্বর। *আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।* জড় বন্ধন থেকে মুক্ত না হলে, ব্রহ্মলোকে উন্নীত হলেও, সেখান থেকে এই পৃথিবীতে ফিরে এসে সংসার-দুঃখ ভোগ করতে হয় (*ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে*)। মানুষের সেই কথা সব সময় মনে রাখা উচিত যাতে ইহলোকে অথবা পরলোকে কোন রকম ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আকর্ষণ না থাকে। যে ব্যক্তি এই তত্ত্ব পূর্ণরূপে অবগত হয়েছেন, তিনিই আত্মদর্শী (*স আত্মদৃক্*)। তিনি ছাড়া আর সকলকেই সংসার-দুঃখ ভোগ করতে হয় (*মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি*)। এই জ্ঞানই প্রকৃত বুদ্ধির পরিচায়ক এবং এ ছাড়া আর যা কিছু তা সবই দুঃখ-দুর্দশার কারণ। *কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।* জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত কৃষ্ণভক্তই কেবল শান্ত। তা ছাড়া কর্মী, জ্ঞানী অথবা যোগী, সকলেই অশান্ত।

শ্লোক ২১

ইত্যুক্ত্বা নাহুষো জায়াং তদীয়ং পূরবে বয়ঃ ।
দত্ত্বা স্বজরসং তস্মাদাদদে বিগতস্পৃহঃ ॥ ২১ ॥

ইতি উক্ত্বা—এই বলে; **নাহুষঃ**—মহারাজ নহুষের পুত্র যযাতি; **জায়াম্**—তাঁর পত্নী দেবযানীকে; **তদীয়ম্**—তাঁর নিজের; **পূরবে**—তাঁর পুত্র পূরুকে; **বয়ঃ**—যৌবন; **দত্ত্বা**—প্রদান করে; **স্ব-জরসম্**—নিজের জরা; **তস্মাৎ**—তাঁর কাছ থেকে; **আদদে**—গ্রহণ করেছিলেন; **বিগত-স্পৃহঃ**—সমস্ত জড় ভোগবাসনা থেকে মুক্ত হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে রাজা যযাতি তাঁর পত্নী দেবযানীকে এই কথা বলার পরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পূরুকে তাঁর যৌবন প্রত্যর্পণ করে পূরুর কাছ থেকে নিজের জরা গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ২২

দিশি দক্ষিণপূর্বস্যাং দ্রুহ্যং দক্ষিণতো যদুম্ ।
প্রতীচ্যাং তুর্বসুং চক্র উদীচ্যামনুমীশ্বরম্ ॥ ২২ ॥

দিশি—দিকে; **দক্ষিণ-পূর্বস্যাম্**—দক্ষিণ-পূর্ব; **দ্রুহ্যম্**—তাঁর পুত্র দ্রুহ্যকে; **দক্ষিণতঃ**—পৃথিবীর দক্ষিণ দিকে; **যদুম্**—যদুকে; **প্রতীচ্যাম্**—পৃথিবীর পশ্চিম দিকে; **তুর্বসুম্**—তুর্বসু নামক তাঁর পুত্রকে; **চক্রে**—তিনি করেছিলেন; **উদীচ্যাম্**—পৃথিবীর উত্তর দিকে; **অনুম্**—তাঁর পুত্র অনুকে; **ঈশ্বরম্**—রাজা।

অনুবাদ

মহারাজ যযাতি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দ্রুহ্যকে, দক্ষিণ দিকে যদুকে, পশ্চিম দিকে তুর্বসুকে এবং উত্তর দিকে তাঁর পুত্র অনুকে অধীশ্বর করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর রাজ্য বিভাগ করে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৩

ভূমণ্ডলস্য সর্বস্য পূরুমর্হত্তমং বিশাম্ ।
অভিষিচ্যাগ্রজাংস্তস্য বশে স্থাপ্য বনং যযৌ ॥ ২৩ ॥

ভূ-মণ্ডলস্য—সারা পৃথিবীর; **সর্বস্য**—সমস্ত ধন-সম্পদের; **পূরুম্**—তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পূরুকে; **অর্হৎ-তমম্**—পরম পূজনীয় ব্যক্তি, রাজা; **বিশাম্**—পৃথিবীর প্রজাদের; **অভিষিচ্য**—রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করে; **অগ্রজান্**—যদু আদি তাঁর সমস্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের; **তস্য**—পূরুর; **বশে**—নিয়ন্ত্রণাধীনে; **স্থাপ্য**—স্থাপন করে; **বনম্**—বনে; **যযৌ**—তিনি গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

যযাতি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পূরুকে সারা পৃথিবীর সম্রাট এবং সমস্ত ধন-সম্পদের আধিপত্যে অভিষিক্ত করে এবং অগ্রজাত পুত্রদের পূরুর অধীনে স্থাপনপূর্বক বনে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৪

আসেবিতং বর্ষপূগান্ ষড়্বর্গং বিষয়েষু সঃ ।
ক্ষণেন মুমুচে নীড়ং জাতপক্ষ ইব দ্বিজঃ ॥ ২৪ ॥

আসেবিতম্—সর্বদা যুক্ত থেকে; **বর্ষ-পূগান্**—বহু বছর ধরে; **ষট্-বর্গম্**—মনসহ ছ'টি ইন্দ্রিয়; **বিষয়েষু**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে; **সঃ**—রাজা যযাতি; **ক্ষণেন**—ক্ষণিকের মধ্যে; **মুমুচে**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **নীড়ম্**—নীড়; **জাত-পক্ষঃ**—যার পাখা গজিয়েছে; **ইব**—সদৃশ; **দ্বিজঃ**—পক্ষী।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! রাজা যযাতি বহু বছর ধরে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করেছিলেন, কিন্তু পাখা গজালে পক্ষীশাবক যেভাবে নীড় পরিত্যাগ করে, তেমনই যযাতিও ক্ষণিকের মধ্যে সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ যযাতি যে ক্ষণিকের মধ্যে বদ্ধ জীবনের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, তা অবশ্যই অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ছিল। কিন্তু এখানে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে তা উপযুক্ত। একটি ছোট্ট পক্ষীশাবক সর্বতোভাবে তার পিতা-মাতার উপর নির্ভর করে, এমন কি আহারের জন্যও, কিন্তু যখন তার পাখা গজায়, তখন সে হঠাৎ নীড় ছেড়ে উড়ে চলে যায়। তেমনই, কেউ যদি সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হন, তৎক্ষণাৎ তিনি ভববন্ধন থেকে মুক্ত হন, যে প্রতিজ্ঞা ভগবান স্বয়ং করেছেন—*অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ*। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৪/১৮) বলা হয়েছে—

কীরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥

"কিরাত, হূণ, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুল্কশ, আভীর, শুম্ভ, যবন, খস তথা অন্যান্য সমস্ত জাতির পাপাসক্ত মানুষেরা যাঁর ভক্তদের শরণ গ্রহণ করার ফলে শুদ্ধ হতে পারে, আমি সেই পরম শক্তিশালী পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।" ভগবান শ্রীবিষ্ণু এতই শক্তিশালী যে, তিনি যদি চান তা হলে যে কোন ব্যক্তিকে ক্ষণিকের মধ্যেই মুক্ত করে দিতে পারেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণকে অচিরেই প্রসন্ন করা যায়, যদি আমরা মহারাজ যযাতির মতো তাঁর আদেশ অনুসারে তাঁর শরণাগত হই। মহারাজ যযাতি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন, এবং তাই তিনি সংসার-জীবন ত্যাগ করতে চাওয়া মাত্রই ভগবান বাসুদেব তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। তাই অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হতে যত্নশীল হওয়া উচিত। তা হলে আমরা তৎক্ষণাৎ বদ্ধ জীবনের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারব। সেই কথা স্পষ্টভাবে পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৫

স তত্র নির্মুক্তসমস্তসঙ্গ
আত্মানুভূত্যা বিধুতত্রিলিঙ্গঃ ।
পরেঽমলে ব্রহ্মণি বাসুদেবে
লেভে গতিং ভাগবতীং প্রতীতঃ ॥ ২৫ ॥

সঃ—মহারাজ যযাতি; **তত্র**—তা করে; **নির্মুক্ত**—তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়েছিলেন; **সমস্ত-সঙ্গঃ**—সমস্ত কলুষ থেকে; **আত্ম-অনুভূত্যা**—তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করে; **বিধুত**—নির্মল হয়েছিলেন; **ত্রিলিঙ্গঃ**—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণজনিত কলুষ (সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ); **পরে**—চিন্ময় স্তরে; **অমলে**—জড় সংসর্গ রহিত; **ব্রহ্মণি**—ভগবান; **বাসুদেবে**—ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে; **লেভে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **গতিম্**—লক্ষ্য; **ভাগবতীম্**—ভগবানের পার্ষদরূপে; **প্রতীতঃ**—বিখ্যাত।

অনুবাদ

মহারাজ যযাতি যেহেতু সর্বতোভাবে ভগবান বাসুদেবের শরণাগত হয়েছিলেন, তাই তিনি জড়া প্রকৃতির গুণজাত সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর অধ্যাত্ম উপলব্ধির ফলে তিনি তাঁর মনকে পরব্রহ্ম বাসুদেবে স্থির করতে পেরেছিলেন, এবং এইভাবে তিনি পরিশেষে ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করেছিলেন।

সঃ—তিনি (কার্তবীর্যার্জুন); **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **রত্নম্**—মহা ঐশ্বর্যের উৎস; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ**—জমদগ্নির সেই কামধেনু; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **আত্ম-ঐশ্বর্য**—তাঁর নিজের ঐশ্বর্য; **অতি-শায়নম্**—যা ছিল পর্যাপ্ত; **তৎ**—তা; **ন**—না; **আদ্রিয়ত**—প্রশংসনীয়; **অগ্নিহোত্র্যাম্**—অগ্নিহোত্রীয় কামধেনু; **স-অভিলাষঃ**—অভিলাষী হয়েছিলেন; **স-হৈহয়ঃ**—তাঁর অনুগামী হৈহয়গণ সহ।

অনুবাদ

কার্তবীর্যার্জুন মনে করেছিলেন, কামধেনু রত্নের অধিকারী হওয়ার ফলে জমদগ্নির ঐশ্বর্য এবং শক্তি তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই তাঁর অনুচর হৈহয়গণ সহ তিনি জমদগ্নির আতিথ্যে সন্তুষ্ট হননি। পক্ষান্তরে তাঁরা অগ্নিহোত্রীয় কামধেনুটি অধিকার করার অভিলাষ করেছিলেন।

তাৎপর্য

জমদগ্নি কামধেনু থেকে প্রাপ্ত ঘি-এর দ্বারা অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে কার্তবীর্যার্জুনের থেকেও অধিক শক্তিশালী ছিলেন। সকলের পক্ষে এই ধরনের গাভী প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তা হলেও, একজন সাধারণ মানুষ একটি সাধারণ গাভীর অধিকারী হয়ে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে তার থেকে যথেষ্ট পরিমাণে দুধ প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য সেই দুধ থেকে মাখন এবং ঘি প্রাপ্ত হতে পারে। তা সকলের পক্ষেই সম্ভব। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন *গোরক্ষ্য*। এটি অত্যন্ত আবশ্যক, কারণ যথাযথভাবে গোরক্ষা করা হলে যথেষ্ট পরিমাণে দুধ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা ব্যবহারিকভাবে তা আমেরিকায় আমাদের বিভিন্ন ইসকন ফার্মে দেখতে পাচ্ছি। সেখানে আমরা যথাযথভাবে গাভীর রক্ষণাবেক্ষণ করার ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ পাচ্ছি। সেখানকার অন্য ফার্মের গাভীরা আমাদের গাভীর মতো এত পরিমাণে দুধ দেয় না; কারণ আমাদের গাভীরা জানে যে, আমরা তাদের হত্যা করব না, তাই তারা সুখী, এবং তার ফলে তারা প্রচুর পরিমাণে দুধ দিচ্ছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন যে, মানব-সমাজে গোরক্ষা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সারা পৃথিবীর মানুষদের শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করা কর্তব্য কিভাবে শস্য উৎপাদন (*অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি*) এবং গোরক্ষার মাধ্যমে সব রকম অভাব থেকে মুক্ত হয়ে সুখী জীবন-যাপন করতে হয়। *কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।* মানব-সমাজের তৃতীয় বর্ণের মানুষ বৈশ্যদের কর্তব্য হচ্ছে জমিতে শস্য উৎপাদন করা এবং গাভীদের রক্ষা করা। এটিই *ভগবদ্গীতার* নির্দেশ।

অনুবাদ

মহারাজ যযাতির কাছে ছাগ এবং ছাগীর কাহিনী শ্রবণ করে দেবযানী বুঝতে পেরেছিলেন যে, পতি-পত্নীর মনোরঞ্জনের জন্য পরিহাসচ্ছলে তা বর্ণিত হলেও, এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর চেতনাকে জাগরিত করা।

তাৎপর্য

কেউ যখন বদ্ধ জীবন থেকে জেগে ওঠেন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর স্বরূপে তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবক। একে বলা হয় মুক্তি। *মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ২/১০/৬)। মায়ার প্রভাবে এই জড় জগতের প্রতিটি জীবই মনে করে যে, সে হচ্ছে সব কিছুর প্রভু (*অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে*)। মানুষ মনে করে যে, ভগবান অথবা কোন নিয়ন্তা নেই, এবং সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। এটিই হচ্ছে জড় জগতের বদ্ধ জীবন, এবং সে যখন এই অজ্ঞান থেকে জেগে ওঠে, তখন তাকে মুক্ত বলা হয়। মহারাজ যযাতি দেবযানীকে কূপ থেকে উদ্ধার করেছিলেন, এবং অবশেষে, একজন কর্তব্য-পরায়ণ পতিরূপে তিনি তাঁকে ছাগ এবং ছাগীর কাহিনীর মাধ্যমে উপদেশ দিয়ে জড় সুখের ভ্রান্ত ধারণার বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন। দেবযানী তাঁর মুক্ত পতিকে বুঝতে সক্ষম ছিলেন, এবং তাই তিনি পতিব্রতা পত্নীরূপে তাঁর অনুগামিনী হতে মনস্থ করেছিলেন।

শ্লোক ২৭-২৮

সা সন্নিবাসং সুহৃদাং প্রপায়ামিব গচ্ছতাম্ ।
বিজ্ঞায়েশ্বরতন্ত্রাণাং মায়াবিরচিতং প্রভোঃ ॥ ২৭ ॥
সর্বত্র সঙ্গমুৎসৃজ্য স্বপ্নৌপম্যেন ভাগবী ।
কৃষ্ণে মনঃ সমাবেশ্য ব্যধুনোল্লিঙ্গমাত্মনঃ ॥ ২৮ ॥

সা—দেবযানী; **সন্নিবাসম্**—সঙ্গে বাস করে; **সুহৃদাম্**—আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের; **প্রপায়াম্**—পানীয়শালায়; **ইব**—সদৃশ; **গচ্ছতাম্**—এক স্থান থেকে আর এক স্থানে বিচরণশীল পর্যটকদের; **বিজ্ঞায়**—বুঝতে পেরে; **ঈশ্বর-তন্ত্রাণাম্**—জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মের অধীন; **মায়া-বিরচিতম্**—মায়ার দ্বারা রচিত; **প্রভোঃ**—ভগবানের; **সর্বত্র**—এই জড় জগতের সর্বত্র; **সঙ্গম্**—সঙ্গ; **উৎসৃজ্য**—ত্যাগ

করে; **স্বপ্ন-ঔপম্যেন**—স্বপ্নের উপমার দ্বারা; **ভার্গবী**—শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী; **কৃষ্ণে**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণে; **মনঃ**—পূর্ণ মনোযোগ; **সমাবেশ্য**—স্থির করে; **ব্যধুনোৎ**—ত্যাগ করেছিলেন; **লিঙ্গম্**—স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীর; **আত্মনঃ**—আত্মার।

অনুবাদ

তারপর শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী বুঝতে পেরেছিলেন যে, পতি, পুত্র, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গ পানীয়শালায় পথিকদের মিলনের মতো। সমাজ, সুহৃদ এবং প্রেমের এই সম্পর্ক ঠিক একটি স্বপ্নের মতো ভগবানের মায়ার দ্বারা বিরচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় দেবযানী এই জড় জগতে তাঁর কাল্পনিক স্থিতি পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর মনকে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণে স্থির করে, তিনি তাঁর স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মানুষের স্থির নিশ্চিতভাবে অবগত হওয়া কর্তব্য যে, তিনি হচ্ছেন পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ আত্মা। কিন্তু কোন না কোন কারণে তিনি মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কারের দ্বারা রচিত স্থূল ও সূক্ষ্ম জড় আবরণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। মানুষের জানা উচিত যে, সমাজ, বন্ধুবান্ধব, প্রেম, জাতীয়তাবাদ, ধর্ম ইত্যাদির আকর্ষণ মায়াসৃষ্ট। মানুষের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে যথাসম্ভব শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। তার ফলে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় দেবযানী তাঁর পতির উপদেশের মাধ্যমে সেই স্থিতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৯

নমস্তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে ।
সর্বভূতাধিবাসায় শান্তায় বৃহতে নমঃ ॥ ২৯ ॥

নমঃ—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবান; **বাসুদেবায়**—বাসুদেবকে; **বেধসে**—সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা; **সর্ব-ভূত-অধিবাসায়**—সর্বত্র বিরাজমান (প্রতিটি জীবের হৃদয়ে এবং প্রতিটি পরমাণুতেও); **শান্তায়**—শান্ত, যেন পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয়; **বৃহতে**—বৃহত্তম; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

হে ভগবান বাসুদেব! আপনি সমগ্র জগতের স্রষ্টা। পরমাত্মারূপে আপনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং আপনি অণুর থেকে অণুতর, তবুও আপনি বৃহৎ থেকে বৃহত্তর এবং সর্বব্যাপ্ত। আপনার কোন কিছু করণীয় নেই বলে মনে হয় যেন আপনি সর্বতোভাবে শান্ত। তার কারণ আপনি সর্বব্যাপ্ত এবং সর্ব-ঐশ্বর্য সমন্বিত। আমি তাই আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

দেবযানী কিভাবে তাঁর মহান পতি মহারাজ যযাতির কৃপায় আত্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন, তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকার উপলব্ধির বর্ণনাও ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের একটি পন্থা।

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

"ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, পরিকর এবং লীলাসমূহ শ্রবণ ও কীর্তন, তাদের স্মরণ, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা, ষোড়শোপচারে শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের অর্চনা, ভগবানের বন্দনা, তাঁর দাস হওয়া, ভগবানকে প্রিয়তম বন্ধু বলে মনে করা এবং ভগবানের কাছে সর্বস্ব সমর্পণ করা (অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে তাঁর সেবা করা)—এগুলি শুদ্ধ ভক্তির নয়টি পন্থা।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/২৩) *শ্রবণংকীর্তনম্*—শ্রবণ এবং কীর্তন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেবযানী তাঁর পতির কাছে ভগবান বাসুদেবের মহিমা শ্রবণ করে ভগবানের প্রতি পূর্ণরূপে শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়েছিলেন এবং সর্বতোভাবে নিজেকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করেছিলেন (*ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়*)। এটিই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। *বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।* বহু জন্মজন্মান্তরে বাসুদেবের কথা শ্রবণের চরম পরিণতি হচ্ছে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন। বাসুদেবের শরণাগত হওয়া মাত্রই মুক্তিলাভ হয়। দেবযানী তাঁর মহান পতি মহারাজ যযাতির সঙ্গপ্রভাবে নির্মল হয়ে ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করেছিলেন এবং তার ফলে মুক্ত হয়েছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'রাজা যযাতির মুক্তিলাভ' নামক ঊনবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।